দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১...
NOV 03 2002

প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আজও অবহেলিত

নিজামুল হক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত উপমহাদেশের প্রাচীনতম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর প্রথম বর্ষ অতিক্রম করে। প্রতিষ্ঠানের ৬৪ বছরের শিক্ষা আমলে পদে পদে অবহেলিত ছিল এবং আজও অবহেলিত। ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এ প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ২০ বছর আগেরকার লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল "দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট" যা পাকিস্তান আমলে "ইষ্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট" এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট (বি,ও,আই) বা (৫ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

বাংলাদেশ কৃষি ইনষ্টিটিউট নামে পরিচিত ছিল। রাজধানীর শেরে বাংলানগরে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক দায়িত্ব প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরে ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহে "পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হবার পর এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত হয় ফলে রাজধানীর এ প্রতিষ্ঠানটি অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে এর প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। ফলে দ্বৈত শাসনের কবলে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও অবকাঠামোগত মানের বিপর্যয় ঘটতে থাকে। ১৯৯১ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে দ্বৈত শাসন থেকে মুক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন সক্রিয় হয় ১৯৯৭ সালের মাঝপর্যায়ে। তখন এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন, অনশন, স্মারকলিপি পেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। পুলিশের লাঠিচার্জ সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে অংশ নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, কৃষিবিদ এবং শিক্ষকবৃন্দ। পরে ২০০১ সালের ৬ জানুয়ারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'হীরক জয়ন্তীতে' এ-প্রতিষ্ঠানকে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ৮ মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত রূপ পায়।

বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের পর বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিক শিক্ষা কার্যক্রম ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলে মধ্যরাতেও বহিরাগত এসে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালায়, ছিনতাই করে। সন্ত্রাসীদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষক/ ছাত্রছাত্রীরা জিম্মি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের দাবি জানানো হলেও তা এখন কার্যকর হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট এখন পাস না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন স্থগিত রয়েছে। ক্যাম্পাসের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত ও ভাঙা, বিভিন্ন হলের খাবার নিম্নমানের, হলগুলোতে নেই কোন লাইব্রেরী।

প্রতিষ্ঠার সময় এ প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমাণ ছিল ২৫০ একর। সরকার এ জমির সিংহভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমাণ ৮৬.০২ একর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যবহারিক ক্লাসে চলছে বিঘ্ন, জমির স্বল্পতার কারণে কৃষি গবেষণা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন সাহিত্য প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য নেই কোন সুযোগ সুবিধা, যথেষ্ট নির্দেশনার অভাবে তলিয়ে যাচ্ছে সংগঠনগুলো। ১৯৩৮ সালের প্রতিষ্ঠিত কৃষি শিক্ষার এ প্রতিষ্ঠানটি এখনও মানুষের অজানা, অচেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আশা করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি সঠিকভাবে তুলে ধরলে ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠবে। এ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাস্তবায়ন বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে এক বিশাল সাফল্য, এই সাফল্যকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।